মেহেরপুরের কোলাতে ডালিমের মৃত্যু ঘিরে রহস্য

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের কোলা গ্রামে ডালিমের মৃত্যু ঘিরে রহস্য সৃষ্টি হয়েছে। জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে ছোট ভাইয়ের সাথে বাকি বিতণ্ডার এক পর্যায়ে স্ট্রোক করেন। পরে তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে।

গতকাল বুধবার বেলা ১১টার দিকে এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। নিহত গাজিউর রহমান ডালিম (৫৫) ও অভিযুক্ত মুনজা রহমান (৪৫) একই গ্রামের মৃত মিনহাজ উদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে দুই সহোদরের মধ্যে জমি ও বাড়ির জায়গা ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধ চলছিল। ঘটনার দিন ওই বিরোধকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়, যা একপর্যায়ে হাতাহাতিতে রূপ নেয়।

খবর ছড়িয়ে পড়ে বড় ভাই ডালিমের গলায় থাকা মাফলার ধরে টান দেন ছোট ভাই মুনজা। অপর প্রান্তে মাফলারের অংশ ধরে ছিলেন মুনজার স্ত্রী আনজেরা খাতুন। এতে ঘটনাস্থলেই গুরুতর আহত হন ডালিম।

পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় সদর থানার ওসি হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি। তবে থানা সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার পরপরই অভিযুক্ত মুনজা রহমান ও তার স্ত্রী আনজেরা খাতুন পলাতক রয়েছেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে তদন্ত কার্যক্রম চালাচ্ছে।

ময়নাতদন্ত না করে নিহত ডালিমের মরদেহ তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

গিজার পিরামিডের সামনে রয়েছে বিখ্যাত স্ফীংস মূর্তি।এটির মাথা মানুষের মত আর বাকি অংশ সিংহের মতো। এটি মিশরের সবচেয়ে প্রাচীন ভাস্কর্য বলে জানা যায়। এটি ২০ মিটার উঁচু এবং ৭৩. ৫ মিটার দীর্ঘ। এটি বৃহদাকার পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে।আরবিতে একে বলে আবুল হুল যার ইংরাজি অর্থ ফাদার অফ টেরর।

বিশ্বের সবচেয়ে পুরনো সভ্যতার একটি গড়ে উঠেছিল মিশরে। প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার অধিবাসীরা সর্বপ্রথম পিরামিড তৈরি করেছিল। মানব সভ্যতার ইতিহাসে অন্যতম রহস্যময় নিদর্শন হল এই মিশরের পিরামিড। প্রাচীনকালে পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের মধ্যে পিরামিডই সবচেয়ে পুরনো এবং অনেকাংশে অক্ষত।

স্পেস স্টেশনে বসে দ্য গ্রেট পিরামিড অফ গিজার ছবি তুলে পাঠিয়েছিলেন জাপানের নভোচর সোইচি নোগুচি ২০২১ সালে। পিরামিডের পাশাপাশি গিজা মরুভূমি এবং লাগোয়া শহরের ছবিও স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে ওই ছবিতে। অনেকেই বলেছেন এ যেন থ্রিডি ইমেজ। পিরামিডের তিনকোনা মাথাগুলো বেশ স্পষ্টভাবেই বোঝা গিয়েছে ওই ছবিতে।

মিশরের গিজার পিরামিড দেখতে ভিড় জমান দেশ-বিদেশের পর্যটকেরা। গিজার এই পিরামিড প্রাচীন মিশরের আইকনিক ধ্বংসাবশেষ। গ্রানাইট এবং চুনাপাথরের প্রায় ২.৩ মিলিয়ন ব্লক যার গড় ওজন দুই টন। হাজার হাজার বছর ধরে এগুলো এভাবেই রয়ে গেছে। পিরামিড নিয়ে হয়েছে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং গবেষণা তবুও রহস্য ভেদ হয়নি।

২০১০ সালের পরও অনেকবার জাহাজ নিয়ে মিশরে গিয়েছি এবং সুয়েজ ক্যানেল ট্রানজিট করেছি। তবে মিশরের পিরামিড দ্বিতীয়বার আর দেখার সুযোগ হয়নি।

লেখক: মাস্টার মেরিনার ও এক্স ক্যাডেট,বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী চট্টগ্রাম।

বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল ও রহস্য

বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল যা শয়তানের ত্রিভুজ নামে পরিচিত। এটি উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের একটি ব্যস্ততম অঞ্চল। বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল নিয়ে বেশ কয়েকজন লেখক বই লিখেছেন। ১৯৫০ সালে প্রথম বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল নিয়ে খবর প্রকাশিত হয়। বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল নিয়ে অনেক রহস্যের কথা শোনা যায়। উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল অবস্থিত।

বারমুডা আইল্যান্ড, পোর্তো রিকো এবং ইউএসএ এর ফ্লোরিডা এই তিনটি স্থান যোগ করলে একটি ত্রিভুজ পাওয়া যায়। এটি বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল নামে পরিচিত। শোনা যায় এখানে অনেক সামুদ্রিক জাহাজ এবং উড়োজাহাজ নিখোঁজ হয়েছে।

আমার সি ক্যারিয়ারে বেশ কয়েকবার শিপ নিয়ে বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল অতিক্রম করার সুযোগ হয়েছে। আমি সর্বশেষ ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে শিপ নিয়ে বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল পার হয়ে ইউএসএ এর একটি পোর্ট নিউ ইয়রলেন্স গিয়েছিলাম।

এখান দিয়ে শিপ যাওয়ার সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলে শিপ নিখোঁজ হওয়ার পেছনে যে কারণগুলোর থাকতে পারে সেগুলো হল :

১.চৌম্বকীয় অনিয়মিততা।পৃথিবীর চুম্বকীয় ক্ষেত্রে একটি স্থানীয় পরিবর্তনের কারণে শিপ এর ম্যাগনেটিক কম্পাস বা দিকদর্শন যন্ত্র সঠিকভাবে কাজ নাও করতে পারে।
২.চতুর্মুখী কারেন্ট বা জলস্রোত।
৩.পানির নিচে থাকা বিপদজনক রিফ বা প্রবাল প্রাচীর।
৪.সমুদ্রে সৃষ্ট হারিকেন বা ঘূর্ণিঝড় এর প্রভাব।

এছাড়াও অনেক অজানা কারণ থাকতে পারে। উপরে উল্লেখিত কারণে সামুদ্রিক জাহাজ বা উড়োজাহাজ বিপদে পড়তে পারে। তবে এও জানা যায় কিছু কিছু লেখক বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল নিয়ে অতিরঞ্জিত ভাবে লিখেছেন যা এখনো রহস্য আবৃত।

বারমুডা অঞ্চল দিয়ে বিশ্বের বাণিজ্যিক জাহাজ এবং প্রমোদ তরী চলাচল করে। জাহাজগুলো আমেরিকা, ইউরোপ ও ক্যারাবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে যাতায়াত করে। এ অঞ্চলের আকাশ পথ দিয়েও বিভিন্ন রুটে